

# গনাদী

সোস্যালিস্ট ইউনিট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখ্যপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৭ সংখ্যা

১৮ - ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

[www.ganadabi.com](http://www.ganadabi.com)

আট পাতা

মূল্য : ৩ টাকা

পৃ. ১

## আন্দোলনের চাপে প্রথম শ্রেণি থেকেই খুলল স্কুল : জনগণকে অভিনন্দন

১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল পুরোপুরি খোলার সরকারি ঘোষণাকে আন্দোলনের জয় বলে অভিনন্দিত করলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি, এআইডিএসও, এআইএমএসএস এবং বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটি। সংগঠনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেওয়া দরকার ছিল। তা হলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি কিছুটা এড়ানো যেত। তাঁরা একে দেরিতে হলেও সরকারের বোধোদয় বলে অভিহিত করেন। আন্দোলনের পাশে থাকা অভিভাবক-শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনগুলির নেতৃত্বে। ইতিমধ্যে যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী স্কুলচাট হয়ে গিয়েছে তাদের শিক্ষান্দেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা। কোডিড পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থায় শিক্ষার সব স্তরে সব রকমের ফি মরুবের দাবিও তাঁরা জানান।



কলেজ স্ট্রিট, ১৪ ফেব্রুয়ারি

## জনগণের নয়, নজর কর্পোরেটের স্বাস্থ্য

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট জনমুখী, না কর্পোরেটপক্ষী? বাজেটে স্বাস্থ্যাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার দ্বারা কি জনগণের চিকিৎসার খরচ মিটবে, না কি চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য?

করোনার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় টেক্টোয়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাবে যেভাবে হাজারে হাজারে মানুষ কার্যত বিলা চিকিৎসায়, বিনা অঙ্গজনে মারা গেল, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে যে ধরনের জনমুখী স্বাস্থ্য বাজেট প্রয়োজন ছিল, এবারের স্বাস্থ্য বাজেটে তার ছিটেফোঁটা প্রতিফলনও

### স্বাস্থ্য বাজেট

এবছর সর্বসাকুল্যে দাঁড়িয়েছে জিডিপির মাত্র ০.৩৪ শতাংশ। এর দ্বারা কি দেশের ১৪০ কোটি মানুষের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্ভব?

অর্থমন্ত্রী স্বাস্থ্য বাজেট পেশ করে সগর্বে ঘোষণা করলেন, গত বছরের তুলনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হল। ঘোষণা শুনে মনে হতে পারে, এ তো অনেক বৃদ্ধি! কিন্তু সত্যিই কি এতটা বেড়েছে? না কি হিসাবে জল মেশানো আছে! সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী গত বছর স্বাস্থ্য বাজেট ছিল ৭৩ হাজার ৯৩১ কোটি টাকা, সেখানে এ

বছরে সমগ্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হল ৮৬২০০.৬৫ কোটি টাকা। যা অক্ষের হিসাবে গত বারের প্রাথমিক বরাদ্দের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি। কিন্তু এখানে যে গোজামিল রয়েছে তা সরকার গোপন করে গেল। গত বছর জনমতের চাপে স্বাস্থ্য বাজেট সংশোধিত করে ধার্য করা হয়েছিল ৮৬০০০.৬৫ কোটি টাকা। এবার তার থেকে মাত্র ২০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। শতাংশে বৃদ্ধি মাত্র ০.২৩ শতাংশ। যার মধ্যে অঙ্গওয়াড়ি, পুষ্টি, স্যানিটেশন, আয়ুস্থান ভারত, স্বাস্থ্যের ডিজিটালাইজেশন এবং নানা কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে নেমেছে। এসইউসিআই (সি) কর্ণটিক

সাতের পাতায় দেখুন

দেশে আত্মঘাতী দৈনিক গড়ে ২৩ জন

## শেষে মৃত্যুর ফেরিওয়ালা হলেন মোদিজি!

“প্রধানমন্ত্রী, আমার আত্মহত্যার জন্য আপনিই দায়ী” — ফেসবুক লাইভে এসে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার আগে দেশের মানুষের উদ্দেশে এ কথা বলে দেছেন উন্নতপ্রদেশের রাজীব তোমর। জুতোর ছোট ব্যবসা ছিল তাঁর। বিজেপি সরকারের নির্লজ একচেটিয়া পুঁজিপতি তোষণকারী নীতির পরিণামে যে অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী, ছোট কারখানার মালিক, সাধারণ চাকরজীবী কিংবা শ্রমিক-দিনমজুর দিনে দিনে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে চলেছেন, তোমর ছিলেন তাঁদের একজন। শুধু তিনিই নন, গত কয়েক বছরে দিল্লি সীমান্তে কৃষক আন্দোলনের ময়দান ছাড়াও অর্থনীতির নানা

ক্ষেত্রের আরও বহু মানুষ আত্মঘাতী হওয়ার জন্য সরাসরি দায়ী করে গেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। বিজেপি সরকারের জনস্বাস্থবিরোধী যে জরুর পদক্ষেপগুলি এঁদের প্রাণ কেড়ে নিল, সরকারের প্রধান হিসাবে তার দায়িত্ব তো প্রধানমন্ত্রীর ওপরেই বর্তায়!

দেশে প্রতিদিন আত্মঘাতী হন গড়ে ২৩ জন। তোমর যেন্দিন আত্মঘাতী হন, সেই ৯ ফেব্রুয়ারি ই রাজসভায় খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এ কথা জানিয়েছে। তথ্য দিয়ে তারা জানিয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০২০ — এই তিনি বছরে দেশের ২৫ হাজার ২৩১ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। এঁদের কেউ পাঁচের পাতায় দেখুন

## ‘দুয়ারে মদ’ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ



রাজ্য সরকারের ‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্পের বিরুদ্ধে এআইডিওয়াইও ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এবং পথ অবরোধ করে। পুলিশ ৫০ জন বিক্ষোভকারীকে প্রেফতার করে।

## হিজাব বিতর্ককে শাসক শ্রেণি হীন উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে

কর্ণটিকের একটি কলেজে হিজাব পরে আসা ছয়জন ছাত্রীকে ক্লাস করতে না দেওয়ায় গত মাসে যে বিতর্কের সূত্রপাত, বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারের উক্ষানিমূলক ভূমিকায় তা সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছে। হিজাবের বিরুদ্ধে গলায় গেরয়া স্কার্ফ পরে কেউ কেউ যেমন এই বিতর্কে ইন্দ্রন দিচ্ছে, তেমনি তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিজাব পরা সাংবিধানিক অধিকার প্ল্যাকার্ড নিয়ে আর একদল রাস্তায় নেমেছে। এসইউসিআই (সি) কর্ণটিক

রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড কে উমা ১১ ফেব্রুয়ারি এক বিবরিতে বলেছেন, যে বিষয়টি কলেজেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারত সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক ভূমিকায় তা বিতর্ক হিসাবে রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে সারা দেশে ছাড়িয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, সেকুলার ভারতের স্বপ্নকে উড়িয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি সরকার সরকার প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষালয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীত-নীতির চর্চা করে পাঁচের পাতায় দেখুন

# মিড ডে মিলে বরাদু ছাঁটাই অপুষ্টির শিকার শিশুরা

স্কুলের শিশুদের খাদ্য হিসাবে বরাদু মিড ডে মিল। তা নিয়েও চলছে সরকারের চরম অবহেলা। স্কুলছুট রুখতে এবং শিশুদের পৃষ্ঠি ঠিক রাখবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০০৪ থেকে স্কুলে মিড ডে মিল চালু হয়েছিল। তাতে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশু অর্থাৎ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের শিশুদের খাবার পাওয়ার কথা। প্রাথমিকের ১১ বছর বয়সী শিশুদের ৪৫০ ক্যালরি এবং উচ্চ প্রাথমিকের শিশু-কিশোরদের ৭০০ ক্যালরি পুষ্টিমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই পুষ্টিমাত্রা অধিকাই থেকে গেছে। করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও যা শুধু আশ্চর্যের নয়, লজ্জারও বিষয়।

পুষ্টিকর খাদ্য শিশুদের করোনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। অর্থাত সরকারি বরাদু তার কোনও বালাই নেই। কেবল চাল আর আলু। এখন তার সঙ্গে মাত্র ২৫০ গ্রাম করে মুসুর ডাল ও চিনি দেওয়া হচ্ছে। মাঝে ১০ মাস ১ কেজি করে ছোলা পেয়েছিল শিশুরা। ছোলার বেশিরভাগ অংশই এত নিম্নমানের ছিল যে তা গরকনে খাওয়াতেও সাহস করেননি অভিভাবকেরা। বিধানসভা নির্বাচনের ৩ মাস সময় অবশ্য সয়াবিন যুক্ত হয়েছিল। মে মাসে ২০০ গ্রাম, পরের ২ মাস কমে ১০০ গ্রাম হয়েছিল। বর্তমানে তাও উধাও। আবার ওই সময় ডাল ও চিনি ৫০০ গ্রাম করে দেওয়া হত। বর্তমানে তা কমিয়ে ২৫০ গ্রাম করে দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে যখন মিড ডে মিলের রান্না করা খাবার পরিবেশিত হত তখন শিশুরা সপ্তাহে অন্তত ১টি ডিম (কলকাতায় ২টি করে) পেত। কিন্তু করোনা অভিমারিয়ার জন্য রান্না বন্ধ। তাই মাসে একবার করে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা চলছে। কিন্তু প্রায় ২ বছরের করোনাকালে শিশুরা ১টি ডিম পেল না।

সরকারি নিয়ম, যে ক'দিন স্কুল চলবে সে ক'দিনের জন্য শিশুরা মিড ডে মিল পাবে। অর্থাৎ মাসে গড়ে ২০ দিনের। অর্থাত এখন শিশুরা বাড়িতে থাকলেও ৩০ দিনের জন্য খাবার দেওয়া হল না। তার ওপর চলেছে প্রয়োজনীয় বরাদু নিয়েও বেঞ্চনা। মিড ডে মিল রান্নার সময় উচ্চ প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু ১৫০ গ্রাম করে চাল বরাদু করা হত। মাসে ২০ দিনের জন্য ৩ কেজি করে বরাদু করা হত। কিন্তু এখন পাচে কেজি করে। অর্থাৎ মাসে ১ কেজি করে কম চাল দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের অভিযোগ, কেন্দ্র কম পরিমাণ চাল দিচ্ছে। শিশুদের খাদ্য নিয়েও চলছে কেন্দ্র-রাজ্য দড়ি টানাটানি। শিশুরা থাকছে বঞ্চিতই।

মিড ডে মিলে মাথাপিছু বরাদুও কম। প্রাথমিকে মাত্র ৪.৯৭ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৭.৪৫ টাকা। যখন রান্না চলত তখন এই সামান্য টাকায় চাল ও রাঁধনির খরচ বাদে জালানি, সবজি, তেল-মশলা, ডাল, ডিম ইত্যাদি কেনা হত। কিন্তু এখন তো রান্না হয় না। ফলে সমস্তটাই কিছু পরিষ্কার করে প্রায় বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরেন। এটাই তাঁদের রোজনামচা। এত খাটুনির পরও তাঁদের নিজেদের উদরপূর্তি। বেঞ্চনার শিকার শিশু থেকে রাঁধনি সকলেই।

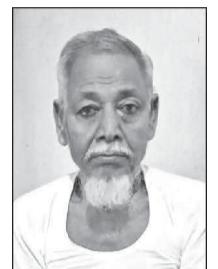
## ওযুধ কমানোর প্রতিবাদে হাসপাতালগুলিতে বিক্ষোভ চিকিৎসক ও নাগরিকদের

রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ২৮৩টি ওযুধ বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও নাগরিক প্রতিরোধ মধ্য। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে লিফলেট বিলি, প্রচার ও কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি চলছে। সর্বত্রই চিকিৎসক এবং রোগীর পরিজনেরা সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছেন এবং সংগঠনগুলির উদ্যোগে পরিচালিত আন্দোলনে সামিল হওয়ার অঙ্গীকার জানাচ্ছেন।



আর জি কর হাসপাতালে প্রচার আন্দোলন। ১২ ফেব্রুয়ারি।

## জীবনাবসান



বীরভূম জেলার দুবরাজপুর লোকাল সাংগঠনিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক প্রবীণ কমরেড হরমুজ খাঁ কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত যত্নগোদায়ক হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি দুর্লভ পুরে নিজের বাড়িতে শেয়নিশ্চাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর মতৃ সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং বহু গুণমুক্ত মানুষ শান্তি নিবেদনের জন্য সমবেত হন। দলের পক্ষ থেকে জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য ও তাঁর সহযোগী কমরেড স্বাধীন দলই সহ নেতা-কর্মীরা বৈপ্লবিক শান্তি জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত হন। জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড স্বাধীন দলই। ১৯৬৭ সালে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে গড়ে উঠা গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলনের টেউ আছড়ে পড়েছিল চিনপাই, পারলিয়া, সাহাপুর প্রত্তি পঞ্চায়তগুলিতে। কমরেড খাঁ এই সময় নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদি মনের জন্য আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রয়ত জননেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জি ও জননেতা কমরেড ব্রজগোপাল সাহার সান্ধিয় লাভ করেন তিনি। ক্রমশ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্ধারায় নিজেকে গড়ে তোলায় ব্রতী হন। এলাকায় বেনাম ও সিলিং উর্ধ্ব জমি উদ্ধার করে গরিব মানুষের মধ্যে বিলির কাজে সংগঠকের ভূমিকা নেন। মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনও তিনি গড়ে তোলেন। পারিবারিক পিছুটান মুক্ত হয়েই দুবরাজপুর সহ ইকোনোমিক প্রক্রিয়া সমস্ত জায়গা ও খয়রাশোল ইলাকের বিভিন্ন গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তাঁর কস্তুর্য ও দৈর্ঘ্যশালী প্রচেষ্টা ছিল। তিনি একজন সম্পূর্ণ ধনী চার্যা পরিবারের সত্ত্বান হয়েও নিজের সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির দিকে নজর দেননি। তার ফলে আর্থিক দিক দিয়ে ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও কোনও দুঃখ বা আক্ষেপ তাঁর ছিল না। বরং গরিব মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যে ছিল। এজন্য তাঁকে চরম লাঙ্ঘনা ও জোতদারদের সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। দুর্বার প্রাণাশের অপচেষ্টার হাত থেকে কোনও ক্রমে বেঁচে যান। বাবে বাবে তাঁকে মিথ্যা মাল্যালয় ফাঁসানো হয়েছে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কয়েক বার কারাবাস করতে হয়েছিল। বহুবার সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিলেন কমরেড খাঁ। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি গভীর আবেগ থেকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বেসরকারি উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ শিক্ষিত মহলেও তাঁকে বিশেষ স্থান দিয়েছিল। অসুস্থ থাকার কারণে তিনি কয়েক বছর সহিত ভূমিকায় ছিলেন না। কিন্তু সমস্ত কর্মসূচির খবর নিনেন নিয়মিত। নিয়মিত সদস্য চাঁদা জমা দিতেন। কমরেডের বাড়িতে এলে অত্যন্ত আবেগময় হয়ে উঠতেন। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁকে কেন্দ্র করে দলের প্রতি গভীর ভালবাসা গড়ে উঠেছে। ছোটদের প্রতি তাঁর অপার মেহ ছিল। নিষ্ঠা, সততা, বামপন্থী ও বিপ্লবী আন্দোলনের ঝান্ডা বাহক হিসেবে তিনি পরিচিত মহলে শুন্দার আসন লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে এলাকার গরিব মানুষ হারাল তাঁদের একান্ত আপন জনকে।

কমরেড হরমুজ খাঁ লাল সেলাম

# বিপ্লবী চন্দশেখর আজাদের আত্মবলিদান মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক আলোকবর্তিকা

স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দশেখর আজাদের আত্মবলিদান দিবস ২৭ ফেব্রুয়ারি। ১৯৩১ সালের ওই দিনে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে আলফ্রেড পার্কে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে তিনি শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি 'আজাদ'-ই রয়ে গেছেন।

১৯২১ সাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনকে দমন করতে ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দ্বারা জেলখানাগুলি ভরে গেছে। বেনারস থেকে অন্যদের সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৫ বছরের বেশ মজবুত শরীরের এক ছেলেকে। আদালতে তাঁকে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট জিঙ্গাসা করলেন—'তোমার নাম কী?' ছেলেটি নির্ভয়ে জবাব দেন—'আজাদ'। 'বাবার নাম কী?' তিনি সাহসের সাথে উত্তর দেন—'স্বাধীনতা'। বিরুদ্ধ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আবারও জিঙ্গাসা করলেন—'তোমার বাড়ি কোথায়?' এবারও দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব এল—'জেলখানা'।

রেগে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে শাস্তি হিসেবে ১৫টি বেত্রাঘাত এবং ১৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। বেতের আঘাতে তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠছিল, শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল, কিন্তু প্রতিবারই তার মুখ আনন্দে উদ্ধাসিত হয়ে উঠছিল। পরের দিন 'প্রভা' পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর প্রকাশিত হয় 'বীর বালক আজাদ' শিরোনামে এক সংবাদ। সেই খবর সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে তিনি 'আজাদ' নামে পরিচিত হন। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বৃদ্ধ এই ছেলেটির নাম চন্দশেখর আজাদ। মানবজাতির প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা ও দরদি মন, সামাজিক দায়িত্ববোধ, অপরাজেয় ইচ্ছাক্ষমতা, সাহসিকতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, জীবন শৃঙ্খলা, প্রত্যেকন্মতিত্ব প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তিনি ১৯২০-র দশক জুড়ে উত্তর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯১২-র পর থেকে ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর ভারতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠন বিস্তারের জন্য রাসবিহারী বস্য, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন সান্যাল, রাজেন্দ্র লাহিটী, ব্রটকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস সহ অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর গোষ্ঠীর বেশ কিছু বিপ্লবী উত্তর ভারতে যান। তাঁরা উত্তরভারতের বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হয়ে নতুন রূপে, নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু করেন। এরই পাশাপাশি মুলত ১৯১৫ সালের পর থেকেই গান্ধীজি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনা করা শুরু করেন।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। তখন চন্দশেখর আজাদের বয়স ১৩ বছর। তিনি

তখন বেনারসের কাশী বিদ্যাপীঠের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র। এই ঘটনা তাঁর মনে প্রবল আলোচন সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রবল আলোচন সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হয়েছে। আন্দোলনে দমন করতে ব্রিটিশ পুলিশ এবং প্রিয়া নামে শুরু হয়।



## বিপ্লবী চন্দশেখর আজাদের ৯২তম আত্মবলিদান দিবস স্মরণে

ব্রিটিশ প্রাপ্তে দ্রুত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছিল, তখন হঠাৎ চৌরিচৌরায় জনতার উপর পুলিশের গুলি চালানোয় ক্ষিপ্ত জনতার হাতে কয়েকজন কন্টেকলের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে আন্দোলনকারী জনতা, বিশেষ করে ছাত্র-যুবদের মধ্যে বিপ্রাণ্মুক্তি ও চরম হতাশা এবং কংগ্রেসের কাফনীতির প্রতি অবিশ্বাসের মনোভাব দেখা দেয়। আজাদের মনেও গান্ধীজির আপসমগ্নী কর্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে গড়ে উঠেছে বিপ্লবী সংগঠন 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি' (এইচআরএ)। বেনারসে এই সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন প্রণবেশ চ্যাটার্জি এবং মন্মথনাথ গুপ্ত। চন্দশেখর আজাদ প্রণবেশ চ্যাটার্জির সংস্পর্শে আসেন।

উত্তর ভারতে এইচআরএ-এর কর্মকাণ্ড দ্রুতার সাথে বাড়তে থাকে। বিপ্লবীর সরকারি কোষাগার লুঠ করে তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের কাকোরি ও আলমনগর স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় লক্ষ্মীগামী ট্রেন থামিয়ে সরকারি কোষাগারের টাকা লুঠ করা হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এটি 'কাকোরি ট্রেন ডাকাতি' নামে পরিচিত। ১৯২৬ সালে কাকোরি মত্যন্ত মামলায় রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিটী এবং ঠাকুর রোশন সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড, পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। ব্রিটিশ পুলিশ শুধুমাত্র ধরতে পারেনি এই মামলার অন্যতম প্রধান আসামী চন্দশেখর আজাদকে। তিনি পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।

কাকোরি ঘটনার পরে পুলিশ এবং প্রশাসনের তৎপরতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। বিপ্লবীর একের পর এক গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার ফলে সংগঠনের

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু হার না মানা অদম্য মনোবল এবং অপরাজেয় ইচ্ছা শক্তি নিয়ে আজাদ সংগঠনের পুনর্গঠনের দায়িত্ব একা নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং গ্রেপ্তারি এড়াতে সংগঠনের কর্মকাণ্ড শাহজাহান পুর থেকে সরিয়ে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের বাঁসিতে স্থানান্তরিত করেন। এখানে সদাশিব রাও মলকাপুরকর, বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন, ভগবানদাস মাহোর প্রমুখদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। এইভাবে উত্তর ভারতে সংগঠনের কর্মকাণ্ড বিস্তারের প্রক্রিয়াতেই ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু সহ পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়।

ভগৎ সিংয়ের সংস্পর্শে আসার পর আজাদের চিন্তাগতিতেও আমূল পরিবর্তন সাধন হয়। প্রথম জীবনে আজাদের চিন্তাধারা আর্য সমাজের ধর্মীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের অপসারণ। কিন্তু ভগৎ সিংয়ের সমাজতন্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্তি অর্জনই শোষিত নিম্নাড়িত মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে না। শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রে মানুষের প্রকৃত মুক্তি আনতে পারে না এবং ধৰ্মীয় চিন্তাধারা আরও বেশি প্রয়োজন। এইভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা। কিন্তু আপসমগ্নী নেহরু আজাদের এই প্রস্তাবে রাজি হননি এবং তাঁকে স্থান থেকে চলে যেতে বলেন। এতে একবুক ভরা নিরাশা নিয়ে আজাদ এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে (বর্তমানে চন্দশেখর আজাদ পার্ক) এইচএসআরএ-এর একজন সদস্য সুখদেব রাজের সাথে দেখা করতে আসেন। কিন্তু একজন বিশ্বসংগ্রহক গোপনে পুলিশকে খবর দিলে আলফ্রেড পার্কে আজাদকে পুলিশ ধিরে ফেলে এবং তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। আজাদ আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন এবং একা পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবরুদ্ধ হন। একদিকে একটি মাত্র পিস্টল নিয়ে অসীম সাহসী বিপ্লবী আজাদ, অপরদিকে আধুনিক অন্তর্শস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ পুলিশ। আজাদ অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। পিস্টলে একটি মাত্র গুলি বেঁচে থাকতে নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আজাদের মাথায় গুলি পুলিশকে খেয়ে পারেননি।

আজাদ কেবলমাত্র দলের সেনাপতি ছিলেন না, এই দল নামক বিপ্লবী পরিবারের অঞ্জলী ও ব্যবহার জিনিসপত্রের প্রতি তাঁকে নজরও রাখতেন। তিনি সকলের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ও সাতের পাতায় দেখুন

## জনবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে তমলুকে বিক্ষোভ

২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে মানিকতলা মোড়ে জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বাজেটে নেই নতুন কর্মসংস্থানের দিশা, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী কোনও কাজের দিশাও বাজেটে নেই। শিক্ষা ঋংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মধ্য দিয়ে ‘প্রধানমন্ত্রী ই-শিক্ষা’-র পরিকল্পনা করা হয়েছে। রেল-ব্যাস-বিমা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের নীলনঙ্গা আনা হয়েছে। মানিকতলা মোড়ে বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কর্মরেড প্রণব মাইতি, তমলুক লোকাল কমিটির সম্পাদক জ্ঞাননন্দ রায়, জেলা কমিটির সদস্য শীলা দাস, তপন জানা প্রমুখ।



## শিক্ষক পদপ্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে এ আইডি ওয়াই ও

মেধা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও নিয়ম মেনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগ করছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন। কমিশনের দুর্নীতি ও বধ্বনার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন শিক্ষক পদপ্রার্থীরা। ২০১৯ সালে প্রায় এক মাস ধরনা ও অনশন চালানোর পর সরকারি প্রতিশ্রূতিতে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। কাজ না হওয়ায় ২০২১ সালে আবার তাঁরা অনশন শুরু করেন। সেই সময় শিক্ষামন্ত্রী ও কমিশনের চেয়ারম্যান দ্রুত নিয়োগের প্রতিশ্রূতি দেন। কিন্তু আজও ঢাকরি হয়নি আন্দোলনকারীদের।

প্রতিবাদে ধর্মতলায় গত ৮ অক্টোবর থেকে আবার তাঁরা ধরনা ও অনশনে বসেন। এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে যুব সংগঠন এআইডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ১২ ফেব্রুয়ারি এক বিস্তৃতিতে দাবি করেছেন, মেধা তালিকার সকল পদপ্রার্থীকে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের মাধ্যমে কমিশন যে সব বেআইনি নিয়োগ করেছে, সেগুলি বাতিল করতে হবে এবং এই দুর্নীতিতে কমিশনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

## ডোমজুড় বইমেলায় পার্টির বুকস্টল

বেশ কয়েক বছরের মতো এবারও হাওড়া জেলায় ডোমজুড় বইমেলায় ২৯ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পার্টির পক্ষ থেকে সুসজ্ঞভাবে বুকস্টল হয়। এবার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষ যেভাবে স্টলে এসে বই কিনেছেন ও মতামত ব্যক্ত করেছেন তা খুবই লক্ষণীয়। একজন যুবক এসে চারাটি বই নিয়ে বললেন, আগের বার ‘ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কি না’ বইটি কিনে পড়েছিলাম। ভাল লেগেছে, তাই এবারও এলাম। এক মহিলা কর্মরেড শিবদাস ঘোষের ‘মার্কিসবাদ প্রসঙ্গে’ বইটি সংগ্রহ করে বললেন, আমাদের পার্টির (সিপিএম) তো এই ধরনের বই নেই। বুকস্টলের অভিজ্ঞতা বলছে, দলের প্রতি সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য দলের কর্মী-সমর্থকদের আগ্রহ ও আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়ছে। অনেকেই যোগাযোগ করার জন্য ফোন নম্বর ও ঠিকানা দিয়ে গেছেন।



## দুয়ারে মদ ৎ তমলুকে মিছিল পরিচারিকাদের

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি তমলুক শাখার পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি মানিকতলায় রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তর থেকে মদের জন্য ই-রিটেল পোর্টাল চালু করার বিরুদ্ধে মিছিল হয়। পরিচারিকারা বলেন, রাজস্ব আদায়ের নামে এ ভাবে মদ বিক্রি অত্যন্ত নিদর্শনীয়। এর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের যে বড় উঠেছে তাঁরও তাতে সামিল। তাঁরা বলেন, দুয়ারে মদ প্রকল্প হলে ঘরে ঘরে



## চরক শপথ চালুর কোনও যুক্তি নেই

চিকিৎসক হিসাবে রোগীদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা, চিকিৎসার নামে কারও ক্ষতি না করা, মানুষকে সেবা দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকার যে শপথ চিকিৎসকদের নিতে হয় সেটি ‘হিপোক্রেটিক ওথ’ নামে পরিচিত। এই শপথে পরিচার বলা আছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধর্ম-বৰ্ণ, জাত-পাত, ধনী-গৱিব, দেশ-বিদেশি ইত্যাদি বিভেদে করা চলবে না। বিশের সর্বত্র চিকিৎসকরা এই শপথ নেন। সেটিকে মৌদি সরকার পাণ্টে দিতে চলেছে। ৭ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেডিকেল পাঠ্র থেকে হিপোক্রেটিক ওথ বাতিল করে তার পরিবর্তে চালু করা হবে মহর্ষি চরক শপথ।

প্রাচীন গ্রন্থের প্রাদুর্প্রতিম চিকিৎসক হিপোক্রেটিস চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক নামে পরিচিত। অন্য দিকে মহর্ষি চরক প্রাচীন ভারতের আযুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম রূপকার। দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তার ছাত্ররা হিপোক্রেটিক ওথ পাঠ করে রোগীর কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রতিজ্ঞা করছেন। হঠাৎ তা পরিবর্তনের কী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল? সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডেস্ট্রিবিউস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের গভীর চক্রান্ত। এর মধ্য দিয়ে সরকার আসলে মেডিকেল শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করতে চাইছে। অঙ্গ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় গেঁড়ামি ও সংস্কারণগুলিকে বিজ্ঞানের নামে চালাতে চাইছে।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের যুক্তি কী? তাদের বক্তব্য, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গৌরবময় অতীত থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা গ্রীক চিকিৎসকের নামে শপথ নেব? সরকারের এ বক্তব্যও খুঁটিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। এ কথা ঠিক, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল। তবুও তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিরিখে অনুমতি। আর দেশীয় গৌরবের প্রসঙ্গটি আবেগমুক্ত মন নিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে। চিকিৎসক সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও দেশীয় সীমা নেই। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের একটি চমৎকার বক্তব্য আছে, আইডিয়া পশ্চিমের কি উভয়ের সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা জাতির কল্যাণকর কি না। তা ছাড়া আর একটি বিষয় ভাবতে হবে। আজ যখন উন্নত আধুনিক চিকিৎসা এসে গেছে তখন কোনও দেশেই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণের মৌলিকতা নেই। দেশীয় গৌরবের নামেও নয়। তাতে চিকিৎসাই মার খাবে।

এন এস সির সভায় ‘যোগা’-কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, চিকিৎসকদের জন্য দশ দিনের যোগা ট্রেনিং-এর কথা বলা হয়েছে। এআইডিএসও-র মেডিকেল ইউনিটের আহ্বানক ডাঃ সামস মুসাফিরের বক্তব্য, আধুনিক চিকিৎসার সাথে প্রাচীন চিকিৎসার মিশ্রণ ঘটিয়ে যে ‘ক্রসপ্যাথি’ বা ‘মিঙ্গোপ্যাথি’ আনা হচ্ছে তার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ডাঃ সজল বিশ্বাসের সংযোজন, এর মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণের জয়গায় চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু যুগ আগের প্রথাগত চিন্তা পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চিকিৎসাকে মানুষের ভাগ্য-নির্ভর করে তোলার চেষ্টা। অর্থাৎ কপাল ভাল হলে রোগী বাঁচবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ যে জয়গায় পৌঁছেছে সেখানে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ মানুষকে দিতে গেলে সরকারকেই তার দায়িত্ব নিতে হয়, তার জন্য উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হয়। পরিকাঠামো তৈরি করতে হয়েছে। যে দায়িত্ব পালন থেকে সরকার ক্রমাগত সরে যাচ্ছে। সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। আর সরকারি চিকিৎসা পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে। বাঁচা-মরাকে মানুষের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সরকারি হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্র, তুকতাক ইত্যাদি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করে দিয়েছে। সেই পরিকল্পনাকে আরও বাড়াতে এবং বহুবীৰু রূপ দিতেই সরকার মেডিকেল পাঠ্রক্রমে মহর্ষি চরক শপথের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাইছে।

য়ারা দেশীয় প্রাচীন চিকিৎসকের নামে শপথের কথা বলছেন, তাঁরাই চিকিৎসাকে মুনাফাবাজদের কজায় তুলে দিচ্ছেন। এর ফলে শপথটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। চরকের সময় ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কায়েম হয়নি। সেবার মানসিকতা নিয়েই চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেছেন। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার রক্ষক সরকারগুলি আজ শিক্ষা, চিকিৎসাকে পরিয়েবা থেকে সরিয়ে মুনাফার পণ্যে পরিণত করেছে। আজ একজন চিকিৎসক তৈরি হতে ছাত্রছাত্রীকে কমবেশি দশ-বারো লাখ টাকা খরচ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসক হওয়ার পর এই টাকা তাঁরা কী ভাবে করতে হবে। এর সঙ্গে মুনাফা ব্যবসায়ী বেসরকারি নার্সিং হোমগুলি অতি মুনাফা করার জন্য যে গলাকাটা বিল করে, বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ করাতে বাধ্য করে, তাতে একটা বিরাট অংশের মানুষ দারিদ্র্সিমার নিচে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ সবই মেডিকেল এথিক্স বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নেতৃত্বকার বিবোধী। শপথ কার নামে হবে, এই চিন্তায় যাঁরা এত উদ্বিগ্ন তাঁদের এ নিয়ে কোনও ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। শপথ যাঁর নামেই নেওয়া হোক চিকিৎসায় নেতৃত্বকার রক্ষা করতে হলে পুঁজিবাদী পরিচালনা থেকে চিকিৎসাকে মুক্ত করতে হবে। অবিলম্বে সরকার সেই ব্যবস্থা নিক।

## মৃত্যুর ফেরিওয়ালা

একের পাতার পর

বেকারহের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, কেউ বা দেনায় ডুবে কিংবা দেউলিয়া হয়ে এমন মর্মান্তিক ভাবে জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন।

স্থানীয় অন্যতম শক্তিশালী দেশের তকমাধারী ভাবতে কারা সেই মানুষ, জীবনের ভাব বইতে না পেরে এ ভাবে যাদের হাল ছেড়ে দিতে হচ্ছে? রিপোর্ট বলছে, সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আত্মাত্বা হয়েছেন ‘দিন আনি দিন খাই’ মানুষই। লকডাউনের বছরটিতে বিরাট সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীও আত্মহত্যা করেছেন। বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে এরদায় কোভিড পরিস্থিতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার যত চেষ্টাই করলে, তা যে সত্য নয়, একটু তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে। এনসিআরবি-র তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, মোদি সরকার যখন প্রথমবার সরকারে বসে, সেই ২০১৪ সালে দেশে মোট আত্মাত্বার ১২ শতাংশ ছিলেন দিনমজুর। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আমলে প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-এ এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। পাশাপাশি, কোভিড আসার আগেই ২০১৯ সালে বেকারহের জীবন সহ্য করতে না পেরে আত্মাত্বা হয়েছিলেন ২ হাজার ৮৫১ জন। ২০২০-তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৪৮ জন।

অর্থাৎ শুধু অতিমারির সময়টুকুতেই নয়, দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের দুই পর্বের শাসনকাল জুড়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদ আর দীর্ঘস্থানে ভারি হয়ে আছে দেশের বাতাস। অথচ এই সময়েই দেশে বিলিয়ন ডলারের অধিকারী একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির মালিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২-এ। এঁরা প্রত্যেকেই কমপক্ষে ৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী। বাস্তবে মোদিজির ব্যাপক ঢাক-চোল পেটানো ‘আচ্ছে দিন’ এসেছে শুধু আদানি, আস্থানিদের মতো এইসব একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির মালিকদের জ্যুই। কোভিড অতিমারি আর লকডাউনের কারণে একচেটিয়া কারবারিদের লোকসান মেটানোর নাম করে বিপুল টাকা উৎসাহ ভাতা হিসাবে তাদের পায়ে ঢেলে দিয়েছে মোদি সরকার। মকুব করে দিয়েছে বিরাট অক্ষের ব্যাক্ষণ। রেহাই দিয়েছে করে বোঝা থেকে। শ্রম আইন দু-পায়ে দলে আরও বেশি করে শ্রমিকদের ঘাম-রক্ষণ নিংড়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে পুঁজিমালিকদের। অথচ এই মোদি সরকারই অতিমারির কারণে কাজ খোয়ানো, অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ বেতনে খেটে চলা দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশনটুকুও দিয়ে যেতে রাজি হয়নি। আচমকা লকডাউনে কাজ চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কী খেয়ে বাঁচবে, সন্তান-পরিজন নিয়ে কোথায় মাথা গুঁজবে, সে কথা ভাবার দায়িত্ব তো ছিল মোদি সরকারেরই! সে দায়িত্বের ছিটেফোটাও কি পালন করেছেন মোদিজি? এবং হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে ঘরের পথে পাড়ি দেওয়া মানুষগুলির কতজন রাস্তায় চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়ে, অবশ্যিক কষ্টে কিংবা দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, সেই সংখ্যাটুকুর হিসাব রাখাও দরকার মনে করেনি তাঁর সরকার। অতিমারির কারণে যখন অসংখ্য কল-

কারখানা, ছোট ব্যবসা বন্ধ, কমহীন মানুষের সংখ্যা যখন আকাশ ছুঁয়েছে, ঠিক তখনই সংসদে প্রধানমন্ত্রী নিজের মুখে জানিয়ে দিয়েছেন, চাকরি দেওয়া সরকারের দায়িত্ব নয়। বছর খানেক আগে এই প্রধানমন্ত্রীই চৰম নির্ভজতার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সরকারের প্রধান কাজ শিল্পপতিদের পাশে দাঁড়ানো, সরকারি কর্তাদের অবহেলা ও ঘৃণ্ণন্ত্বে রঞ্চ হয়ে পড়া সরকারি সংস্থাগুলিকে সাহায্য করা নয়। খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হাতে গোনা কয়েকজন ধন পতির স্বার্থ দেখাই যে মোদি সরকারের একমাত্র লক্ষ্য— এর পরেও কিংবা আর গোপন থাকে?

অর্থাত ভোটে জিতে সরকারে বসার আগে এই নরেন্দ্র মোদিই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন না, বছরে ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেবেন? বলেছিলেন না, অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবেন? প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন না যে, দুর্নীতি, কালো টাকা দূর করে সুশাসন কায়েম করবেন দেশে? অর্থাত নতুন চাকরি তো দূরের কথা, গত এক বছরে ২.৫ কোটি মানুষের চাকরি গেছে। কাদের মুনাফার ভাঙ্গার ভরিয়ে তোলার স্বার্থে সে সব প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিলেন মোদিজিরা, এ প্রশ্নের জবাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি করছেন রাজীব তোমরের পরিজনরা। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা মোদি সরকারের নির্মম উদাসীনতা ও চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বলি হলেন, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাঁরাও তো অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন এই প্রধানমন্ত্রীর দিকেই। দুর্দশার অন্ধকারে আছছে এই দেশে ধূঁকে ধূঁকে কোনও ক্রমে জীবন কাটাচ্ছেন যে কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষ, বিজেপি সরকারের কাছে তাঁদেরও প্রশ্ন—‘আচ্ছে দিন’-এর স্বপ্ন ফেরি করে ক্ষমতায় বসে মৃত্যুর ফেরিওয়ালা সাজলেন কেন তাঁরা? শিক্ষা নিয়ে কাদের ব্যবসা বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে আজ দেশে জুড়ে দলে দলে ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার আঙ্গিন থেকে দূর হয়ে যেতে হচ্ছে? বিপুল পুঁজির একচেটিয়া মালিকদের জন্য যে মোদি সরকার সর্বদা দরাজ-হস্ত, সেই সরকারই কেন লকডাউনে কাজ হারানো লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-দিনমজুর, সংসারের বোৰা টানতে টানতে কুঁজো হয়ে যাওয়া অসংখ্য মানুষকে আজ রেশনের চাল-গমটুকু থেকেও বঞ্চিত করছে? এই যদি হয়, তাহলে পাঁচ বছর অন্তর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনের এই নাটকের প্রয়োজন কী মানুষের? যে সংস্দীয় ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের নামে মানুষকে নিজেকেই নিজের অত্যাচারী শোষককে বেছে নিতে হয়, মানুষ কেন মুখ বুজে মেনে নেবে সেই অন্যায় ব্যবস্থা?

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মোদি সাহেবকে। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুলে আত্মাত্বা কোনও মানুষ যদি কারও নাম মৃত্যুকালীন নথিতে লিখে যান, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। প্ররোচনাদায়ীর বিচার হয় আদালতে। মোদিজি মনে রাখলে ভালো করবেন যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে নির্ভজ ভাবে নিজেদের যতই বিকিয়ে দিন, রেহাই মিলবে না। আইনের আদালতে না হোক, দেশের যারা আসল মালিক, সেই জন্তার আদালতে একদিন এই সব অভিযোগের জবাব দিতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে তাঁদের।

## এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে রক্তদান শিবির

১৩ ফেব্রুয়ারি এআইডিওয়াইও বরানগর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর শিবির উদ্বোধন করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড সঞ্জয় বিশাস। জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড আনন্দ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় ও জেলা নেতৃ কমরেড রমা মুখার্জী উপস্থিত হয়েছিলেন। এতে এলাকার বহু যুবক যুবতী উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন।



সরশুনা, কলকাতা

এবং তাদের মধ্যে ২৮ জন রক্তদান করেন। আয়োজনের প্রত্যেক রক্তদানের হাতে নেতাজির ছবি ও উক্তি সম্বলিত মেমেটো তুলে দেন।

বরানগর, কলকাতা

## পাড়ায় নয় ক্লাসরুমেই শিক্ষার দাবি কল্যাণিতে



পাড়ায় নয় ক্লাসরুমে পঠন পাঠনের দাবিতে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির কল্যাণী শাখা কমিটির উদ্যোগে ৭ ফেব্রুয়ারি বিক্ষেপ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কল্যাণী থানার অস্তর্গত গোকুলপুর পঞ্চপ্রদীপ মোড়ে এক পথসভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক কর্মকার, নিখিল কবিরাজ, শিখা ব্যানার্জী। অভিভাবক হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্যামল দত্ত। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে পৌষালী দত্ত ও ভবানী বিশ্বাস।

## হিজাব বিতর্ক

একের পাতার পর

চলেছে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা হল, রাষ্ট্র হবে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের বিষয় হিসাবে থাকবে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই মর্মার্থ লঙ্ঘন করে প্রত্যেকটি সরকার স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিস, এমনকী বিধানসভায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আচার, রীতি পালন করে আসছে। এরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তোটের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলির ধর্ম ও জাতপাতের বিভেদে উক্ষে দেওয়ার চক্রান্ত। এইভাবে বিভেদে সৃষ্টি করে শাসক শ্রেণি জনজীবনের জুলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। চূড়ান্ত মূল্যবৰ্দি, বেকারহ সহ এই কোভিড পরিস্থিতিতে যে প্রবল অর্থনৈতিক সংকট, যার বিরুদ্ধে মানুষ এক্যবন্ধভাবে লড়ছে, সেই আন্দোলন ধ্বংস করতে শাসক শ্রেণি এই বিতর্ককে অত্যন্ত চতুর্যের সাথে কাজে লাগাচ্ছে। পাঁচ রাজ্যে সম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন এবং আগামী বছরে কর্ণাটক

বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে মেরুকরণের লক্ষ্যে এই অশুভ জিনিস ঘটে চলেছে। সংখ্যালঘু মুসলিমরা নিরাপত্তাইনাত্মক রয়েছে।

তিনি বলেন, কর্ণাটক রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির সুনাম রয়েছে। এই সম্প্রতি গড়ে ওঠার পিছে কুভেম্পু, তেজস্বী, কোদাগিনা, গৌরাম্বা, পশ্চিম তারানাথ সহ বিদ্রজনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শাসক শ্রেণি হীন উদ্দেশ্যে এর উপর আঘাত হানছে।

তিনি বলেন, প্রোচনা সত্ত্বেও শাস্তিপ্রিয় মানুষ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী এই বিভেদের খেলা থেকে দূরে রয়েছেন। এটা অত্যন্ত আশার কথা। এ জন্য তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এক ভাগের শক্তির বিভেদে সর্বশক্তি নিয়ে নামতে হবে। এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি এবং সভানেত্রী কমরেড কেয়া দে ১২ ফেব্রুয়ারি হিজাব বিতর্কে যুক্ত না হয়ে নারী সমাজকে এক্যবন্ধভাবে সামাজিক সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

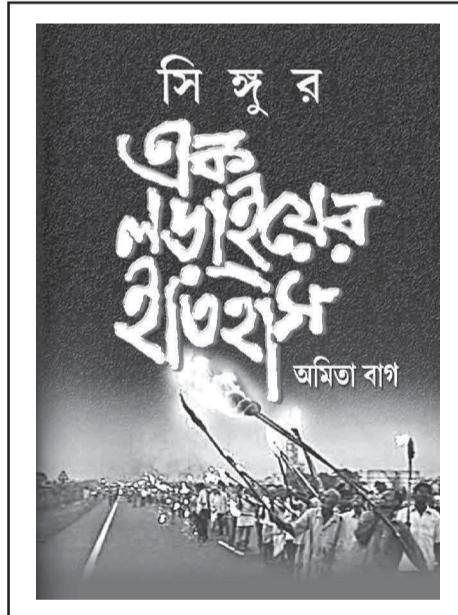
## সিঙ্গুর

# অক্ষরের মালায় গাঁথা এক লড়াকু সৈনিকের অভিজ্ঞতা

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে গণআন্দোলনের ইতিহাসে ‘সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে’ কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বামপন্থীর ভেকধারী শাসকের অনাচারের বিরুদ্ধে সেদিন কৃষক সহ সাধারণ মানুষ যে ভাবে চোখে চোখে গর্জে উঠেছিলেন তা গোটা দেশের জনসাধারণের মনে প্রেরণার সম্ভাবন করেছিল। সম্প্রতি ‘সিঙ্গুরঃ এক লড়াইয়ের ইতিহাস’ শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হল। লেখিকা অমিতা বাগ ওই আন্দোলনে অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র ‘প্রকাশকের কথা’য় লিখেছেন, “সিঙ্গুরের জমি রক্ষার লড়াইয়ে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেখেছেন, আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে এই আন্দোলনের বিভিন্ন মোড় ও গতিপথ।”

এই আন্দোলন যখন চলছিল আমরা তখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দ্বারে পা রাখছি। এর ঘটনাবলি মনে যে গভীর রেখাপাত করছিল তা বলাই বাহ্য। আজ দীর্ঘ ১৬ বছর পর যখন এই বই পাঠ করছি, প্রতিটি পাতার অক্ষরগুলো কেমন যেন জীবন্ত ছবি হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

সিঙ্গুর আন্দোলন আমাদের রাজ্যে বহু প্রশংসন করেছিল। শিল্প না কৃষি, বেকারদের কর্মসংস্থান কী ভাবে হবে, শিল্পের জন্যে বৃহৎ পুঁজির মালিকের ইচ্ছাই কি প্রাথমিক পাবে— ইত্যাদি নানা প্রশংসন জনমানসে দেখা দিয়েছিল। লেখিকা এই বইতে চেষ্টা করেছেন সেই সব প্রশংসন এবং আন্দোলনই কী ভাবে তার উত্তর যুগিয়েছিল তা তুলে ধরতে। পুলিশ যখন কৃষক রমণীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে তৎকালীন শাসকদল সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার মদ্দতুতায় বলেছিলেন, ‘টাটার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না।’ সেদিন সিপিএম গোটা রাজ্য জুড়ে প্রচার করেছিল যে, সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো



গাড়ির কারখানা স্থাপন হলেই লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়ে পরিচয়বঙ্গে র বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসা ক্ষুরধার যুক্তি শাসকের অসার প্রচারের ফানুসটা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল অচিরেই। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাসকের কোনও কোশলই কার্যকর হয়নি। একচেটিয়া পুঁজিমালিকের সেবায় মরিয়া শাসকের অত্যাচার মোকাবিলা করতে গণআন্দোলনের অধিশিখায় তপ্ত সাধারণ মানুষ কী সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, লেখিকা খুব সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন।

আরেকটি বিতর্কও সিঙ্গুর আন্দোলনকে ধিরে চলে, এই আন্দোলনের সূচনা কে করেছিল? এই বিতর্কটা আরও বেশি প্রকট হয় যখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত হয় যাওয়ার পাঠ্য বইয়ে ‘সিঙ্গুর আন্দোলন’কে অস্তর্ভুক্ত করে তার যাবতীয় কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মহামান বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পণ করে। সরকার বইয়ে লেখা হয়, ‘১৮ জুলাই

২০০৬ ধানের চারা পুঁতে সিঙ্গুরে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন জননেত্রী মহত্ব বন্দেয় পাধ্যায়’! এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন লেখিকা। তিনি লিখেছেন, “...প্রকৃত সত্য হল, বাজেমেলিয়ার নিউ উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের সামনে টাটার পরিদর্শক টিমের গাড়ি ঘিরে ২৫ মে, ২০০৬ প্রথম বিক্ষেপ হয়েছিল। এই বিক্ষেপে কোনও দল বা সংগঠন নেতৃত্ব দেয়নি। সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষ কৃষক-খেতমজুর-ভাগচাবি এবং তাদের পরিবারের মা-বোনেরা সেদিন বিক্ষেপে সামিল হয়েছিলেন। এর আগে ২০-২১ মে, ২০০৬ হাতে লেখা পোস্টারে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছিল, ‘উর্বর কৃষিজমিতে টাটার কারখানা হতে দিচ্ছ না’, যা গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে এস ইউ সি আই (সি) দলের স্থানীয় কর্মীরা লাগিয়েছিলেন।” আন্দোলনের দুই পর্যায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলের ভূমিকা এবং আন্দোলনের গতিধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে নানা সময়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের ভূমিকা কী ছিল, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

কোনও উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সম্পর্কে রচিত বইয়ে লেখক বা লেখিকার নিজস্ব মতামত, বিশ্বাস ও উপলক্ষ প্রতিফলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সেই বইয়ে দেওয়া তথ্য, বক্তব্য, মন্তব্য সত্যনির্ণয় এবং ইতিহাসসম্মত কি না! সেই বিচারে বইটি সমস্মানে উন্নীর্ণ হয়েছে। বইয়ের ভিতরে প্রতিটি টটনাবলির প্রেক্ষিতে নিজস্ব মন্তব্য ছাড়াও, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নেতাদের মন্তব্য, তৎকালীন সরকারের মন্ত্রীদের মন্তব্য, তৎকালীন শাসকদলের অবস্থান এবং আন্দোলন সম্পর্কে তাদের প্রকাশনা, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর, ২০১১-র পর পরিবর্তিত সরকারের সিঙ্গুর সম্পর্কে অবস্থান, জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের মামলা এবং তার রায় ইত্যাদি পুঁজানুপুঁজভাবে লেখিকা তাঁর বইয়ে যুক্ত করেছেন। আন্দোলন সম্পর্কিত নানা রঙিন ছবিও বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

স্বজ্ঞাতার যাবতীয় ইতিহাসটাই হল সংগ্রামের ইতিহাস। সিঙ্গুরের জমি রক্ষার লড়াইয়ে মানুষ যেভাবে অত্যাচারী শাসকের চোখে চোখে রেখে লড়াই করেছেন, জীবন কুরবানি দিয়েছেন তা সকল সংগ্রামী মানুষের কাছে প্রেরণ। বিশেষ করে শহিদ রাজকুমার ভুল এবং শহিদ তাপসী মালিকের আত্মবলিদান এই আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণজ্বল দুটি নাম। এই বই সেই সকল শহিদের নাম শুন্দর সাথেই স্মরণ করেছে। লেখিকা নিজে কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়ায় কৃষকদের জানকবুল এই লড়াইতে নিজেকে সামিল করে আন্দোলনকারীদের অবদান ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সাথে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে এই লড়াই লড়েছেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতাকে যখন তিনি অক্ষরের মালায় গেঁথেছেন, তা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে পাঠকের মনকে যে নাড়া দেবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আশা করি, এই বই মানুষের কাছে পৌঁছে জীবনের লড়াইয়ের পাথেয় হিসাবে তাঁদের মনোবল জোগাবে।

শাসক কোনওদিনই শেষ কথা বলেনি, বলেছে জনগণ। বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার যে তৎকালীন শাসকদল সিপিএম যে অন্যান্য করেছিল তা র জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়া তো দূর, উচ্চে সেই একই উদ্দত মেজাজ এবং চূড়ান্ত অহমিকা নিয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডের পক্ষে অমৌত্তিক বক্তব্য রেখে চলে আজও। ভাবখানা এমন যে সেদিনের আন্দোলন সম্পূর্ণ ভুল এবং টাটার সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাওয়াটাই এ রাজ্যে শিল্পের দুরবস্থার জন্যে দায়ী। এর স্পষ্ট জবাব দিয়েছে এই বই।

আজ যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ নানা অনাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন, শাসকের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছেন, সর্বোপরি এই শোষণমূলক সমাজ ভাঙ্গার লড়াইতে যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, তাঁদের কাছে এই বই প্রেরণার উৎস হবে, এই আশা থাকছেই।

সৌন্দর্য পাল, পাইকপাড়া

## জীবনাবসান

নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সম্পাদক কর্মরেড কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে স্টোকে আক্রান্ত হয়ে পক্ষাধীনত্ব হয়েছে।



পতেন এবং ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

প্রথম জীবনে কর্মরেড কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ দক্ষিণ ২৪ পর গণার সোনারপুরের চৌহাটিতে বসবাস করতেন এবং সিপিএম দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসের চরম সন্ত্বাসের ফলে তিনি ওই এলাকা ছেড়ে নানা স্থান ঘুরে নদীয়ার নাকাশিপাড়ায় বসবাস শুরু করেন এবং এসইউসিআই(সি) দলের স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে এসইউসিআই(সি)-র নেতা কর্মরেড সঞ্জিত বিশ্বাস সহ ওই জেলার তৎকালীন নেতৃত্বের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। দলের কাজ করার সুত্রে তিনি এই জেলার খাসগুর গ্রামে কয়েকজনকে দলে ঘুর্তও করেন।

পরবর্তীকালে তিনি স্থায়ীভাবে নাকাশিপাড়ায় বসবাস শুরু করেন। জেলার অন্যতম নেতা কর্মরেড মিলন মজুমদারের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে তিনি নিষ্ঠার সাথে দলের কাজ শুরু করেন। এখানেও একটি ছাপাখানায় কাজ নিয়ে প্রেসকৰ্মীদের সংগঠিত করে তিনি একটি ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দলের কাজকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন এবং সেই সূত্রে নাকাশিপাড়া সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সম্পাদক নিবাচিত হন। দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও নিষ্ঠা ছিল খুবই গভীর। তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারালো। ১৯ ফেব্রুয়ারি বেথুয়াডহরিতে তাঁর স্মরণসভা।

কর্মরেড কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ লাল সেলাম

বীরভূম জেলার রামপুরহাট লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কর্মরেড জার্জিস আলি ১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কুতুবপুর গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।



১৯৮০-র দশকের শেষভাগে প্রয়াত কর্মরেড আতাহার রহমানের মাধ্যমে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত দলের ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মহান নেতা কর্মরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা বুকে বহন করে উন্নত জীবনবোধের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পরিবারে তীব্র আর্থিক সংকট দলের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে কখনওই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। লোকাল অফিসে দায়িত্ব সামলেছেন, একটা সময়ে জেলা অফিসের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ঘাটশিলা স্টাডি সেন্টারেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

মিতভায়ী, অত্যন্ত সংবেদনশীল চরিত্রের কর্মরেড ছিলেন। ফুসফুসের জাটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে তিন-চার বছর খুবই অসুস্থ ছিলেন। তার মধ্যেও দলের খোঁজখবর রাখতেন। কর্মরেডের গেলে বা ফোন করলে খুবই আনন্দিত হতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ, দায়িত্বশীল কর্ম

## 'দুয়ারে মদ' বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

সম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গে সরকারি আয় বাড়নের নামে  
মদের ই-রিটেল পোর্টালের মাধ্যমে ক্রেতাদের বাড়িতে

চেম্হাই ও বাঙালোরের চারটি সংস্থার সাথে চুক্তি করেছে।  
'দুয়ারে মদ' পৌঁছানোর প্রসঙ্গে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক



বর্ধমান স্টেশন চতুর, পূর্ব বর্ধমান

মদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। রাজ্য সরকারের এই  
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইডিওয়াইও ও ৮ ফেব্রুয়ারি আবগারি  
দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁরা আবগারি দপ্তর ডেপুটেশনে  
গেলে কোনও সদুতর না পেয়ে কর্মীরা পথ অবরোধ  
করেন। পুলিশ আইডিওয়াইও রাজ্য সম্পাদক অঞ্জন

বলেন, 'রাজ্যে যখন তীব্র বেকার সমস্যা তখন রাজ্য  
সরকারের এমন ধর্মসাম্মত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিদর্শনীয়।  
আসলে পরিবর্তনের কথা বলে আসলে তড়মূল কংগ্রেস  
সরকার জনজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে  
আনছে। সুস্থ ও সুন্দর নাগারিক জীবন দিতে ব্যর্থ এই রাজ্য

সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনসাধারণকে  
আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য এলাকায় এলাকায়  
গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।' এদিন সন্ধ্যার পর  
বিক্ষোভকারীরা শর্তসাপেক্ষে ছাড়া পেলেও  
পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মালমা করে।  
এদিনের ঘটনার প্রতিবাদে আইডিওয়াইও  
৯-১৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালনের  
ডাক দেয়। বিক্ষোভে আন্দোলনকারীদের  
ওপর পুলিশ নির্ধারণ ও গ্রেপ্তারের  
প্রতিবাদে আইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি সারা  
বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। কলকাতায় বেঙ্গলচেম্বাৰ  
অফ কমার্স-এর সামনে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।  
সভায় বন্দুৰ্ব রাখেন রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল এবং  
সভাপতি অঞ্জন মুখাজি।



হরিশচন্দ্রপুর, মালদা

মুখাজি, রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল সহ ৫০ জন  
বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে।

ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ফরেন লিকারের উপর থেকে  
প্রায় ২০-২৫ শতাংশ ট্যাক্স কমিয়েছে। এরপরও রাজ্য  
সরকার মদ ব্যবসাকে লাভজনক করতে কলকাতা, মুম্বাই,

## নজর কর্পোরেটের স্বাস্থ্য

### একের পাতার পর

পরিকল্পনার খরচকেও ধরা হয়েছে। অর্থাৎ  
এর বেশিরভাগটাই অন্য ক্ষেত্রের বিষয়।

এবারের বাজেটে মেডিকেল ও  
পাবলিক হেলথ খাতে বরাদ্দ ভীষণ ভাবে  
কমানো হয়েছে। গত বছর এই খাতে বরাদ্দ  
ছিল ৭৪ হাজার ৮২০ কোটি টাকা। এ বছর  
তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪১ হাজার ০১১ কোটি  
টাকা। অর্থাৎ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মূল বুনিয়াদি  
জয়গায় বরাদ্দ ৪৫ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া  
হয়েছে। অর্ধেকের কাছাকাছি করা হয়েছে  
(৪৫.১৯ শতাংশ কমানো হল)। এর  
ফলে হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা  
পাওয়ার এখনও যতটুকু সুযোগ আছে তা  
বল্কি হবে। মার খাবে কিউরেটিভ অর্থাৎ  
হাসপাতাল বেড, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং  
প্রিভেন্টিভ অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার  
জন্য তৈরির কর্মসূচি।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় ভাবে গৃহীত যেসব  
প্রোগ্রাম বিভিন্ন রাজ্যে পরিচালিত হয়,  
সেখানেও বাজেট ভীষণভাবে কমানো  
হয়েছে। এই খাতে গত বছর বরাদ্দ ছিল  
৫০ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা, এ বছর  
কমিয়ে তা করা হল ৪৭ হাজার ৬৩৪  
কোটি টাকা। অর্থাৎ এই খাতেও কমানো  
হলো ৫.৯ শতাংশ। এই অর্থ দিয়ে মূলত  
মাতৃস্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে  
টিবি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সহ সমস্ত  
প্রতিরোধযোগ্য রোগের বিরুদ্ধে  
প্রোগ্রামগুলি পরিচালিত হয়। করোনা  
অতিমারিয়া মধ্যে করোনা বহির্ভূত সমস্ত  
স্বাস্থ্য পরিয়েবা এবং জনস্বাস্থ্য প্রোগ্রামগুলি  
ভীষণভাবে মার খেয়েছে। ফলে শিক্ষা এবং  
ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি যাতে মৃত্যুহার প্রায়  
একশো শতাংশের কাছাকাছি তা বেড়ে  
গেছে ইতিমধ্যেই। বাড়ছে শিশু মৃত্যু ও  
মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা। সামগ্রিকভাবে মৃত্যুর  
হারও বাড়ছে। ইতিমধ্যে হাসপাতালের  
বেশিরভাগ বেড করোনা বেডে পরিণত  
করার ফলে আ-করোনা রোগীর মৃত্যুর হার  
দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে  
মানুষের প্রত্যাশা ছিল করোনা পরবর্তী  
পরিস্থিতিতে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ  
উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হবে। অর্থাৎ  
বিজেপি সরকার করলো ঠিক তার উদ্দেশ্ট।

গত বছর স্বাস্থ্য বাজেটে অতিরিক্ত ৩৯  
হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা  
হয়েছিল কোভিড টিকাকরণের জন্য। এ  
বছর কমিয়ে তা করা হয়েছে মাত্র ৫০  
হাজার কোটি টাকা। বাকি ৩৪ হাজার কোটি  
টাকা কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনও বিষয়ে এমনকি  
করোনা সংগ্রাসে কোনও বিষয়েও বরাদ্দ  
করা হল না, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও বরাদ্দ  
কমানো হল ৩৪০০০ কোটি টাকা যা মূল  
বাজেটের ৪০ শতাংশ, যখন করোনা বিস্তৃত

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেবল প্রলেপ লাগাতে এর  
বহুগুণ টাকা প্রয়োজন ছিল।

এবছর সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং  
প্রধানমন্ত্রীর হলিস্টিক পুষ্টি প্রকল্প বা পোষণ  
(POSHAN) বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ২০  
হাজার ২৬৩ কোটি। দেশ জোড়া অপুষ্টি  
যেখানে বাড়ছে, এইখাতেও সেখানে  
বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৩.১ শতাংশ।  
আয়োজন ভারত আরোগ্য যোজনা খাতে  
বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ হাজার ২৩৪  
কোটি।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ১৫১৬৩.২২  
কোটি। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা  
বাবদ ১০ হাজার কোটি। ন্যাশনাল  
ডিজিটাল হেলথ মিশন বাবদ ২০০ কোটি  
টাকা। এ ছাড়াও জোর দেওয়া হয়েছে  
টেলিমেট্রি হেলথ সার্ভিসের উপর।

মোদি সরকার ন্যাশনাল ডিজিটাল  
হেলথ মিশনের মাধ্যমে গোটা স্বাস্থ্য  
ব্যবস্থাকেই ডিজিটালাইজড করার চেষ্টা  
করেছে। চালু হচ্ছে প্রতিটি রোগীর জন্য  
ইউনিক আই ডি। প্রত্যেক পরিয়েবা দাতা  
এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল  
রেজিস্ট্রেশন তৈরি করা হবে। অর্থাৎ এই  
বাজেটে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য পরিয়েবাকে  
ডিজিটালাইজড করার জন্য এবং বিভিন্ন  
প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা  
কুক্ষিগত করার জন্যই বেশিরভাগ ব্যয়  
বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যথার্থ স্বাস্থ্য পরিয়েবা  
সেখানে ভীষণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

এই বাজেটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার  
কার্যত ২০১৭ সালের তৃতীয় জাতীয়  
স্বাস্থ্যনীতির রূপায়ণকে সম্পূর্ণ করতেই  
বেশি সচেষ্ট। সরকার সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের  
ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়োজন  
ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া  
হয়েছে। আয়োজন ভারত ক্রিয়াকলাপে  
ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে  
পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী  
করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর  
স

## পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই ডেউচা-পাঁচামি খনির কাজ শুরুর প্রতিবাদে আন্দোলন



পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই বীরভূমে ডেউচা-পাঁচামি খনির কাজ শুরুর বিরুদ্ধে এবং কয়লা প্রকল্পের ডিপিআর ও শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিতে জনমত গড়তে ওই এলাকায় এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে প্রচার অভিযান চালানো হয়। দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক মদন ঘটকের নেতৃত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৪ জনের একটি দল ডেউচা, মথুরাপাহাড়ি, হাড়মাড়াঙা, দেওয়ানগঞ্জ, হরিগংগা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে প্রচার চালায়। আদিবাসী সহ বহু মানুষ প্রচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন এবং এলাকায় মিটিং করতে ও কমিটি গঠনে সম্মত হন।

## নন্দীগ্রামে আন্দোলন

‘দুয়ারে মদ’ ও ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’-এর বিরোধিতা এবং নন্দীগ্রামের সকল মৌজায় নিকাশি, নন্দীবাঁধ নির্মাণ, নন্দীগ্রামের রেল প্রকল্প সম্পর্ক করার দাবিতে ১০ ফেব্রুয়ারি নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান কর্মসূচি পালন করল এস ইউ সি আই (সি) নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি। উপস্থিত ছিলেন লোকাল কমিটির সম্পাদক মনোজ দাস, সদস্য অসিত প্রধান, অসিত জানা, বিমল মাইতি সহ অন্যান্য নেতারা।



যাদবপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ▶



বাগনান, হাওড়া। ৭ ফেব্রুয়ারি ▶



## দুয়ারে মদ : কালনায় বিক্ষোভ

রাজ্য সরকারের ‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্পের প্রতিবাদ জানিয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। একই দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি কালনা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আবগারি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের কালনা মহকুমা সম্পাদক শুভেন্দু গোস্বামী এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে নির্মল মাঝি ও অন্যরা।

মানিক মুখ্যার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃবং রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখ্যার্জী। ফোন : সম্পাদকীয় দপ্তর : ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর : ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com

## জনবিরোধী বাজেট : শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ



কর্পোরেট প্রজির স্বার্থবাধী জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে ৪ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দাজিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি শহরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জেলা সম্পাদক করেড গৌতম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

## বরাদ ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের বিক্ষোভ



স্কুল চালু হলেও, ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’ ছাত্রদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বও মিড-ডে মিল কর্মীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী কাজ করেন। বাজার করা, রান্না করা, বাসন মাজা সহ সকল কাজই তাঁদের করতে হয়। এর পরেও তাঁরা মাসিক বেতন পান মাত্র ১৫০০ টাকা, তাও বছরে ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাস। বেতন বৃদ্ধির দীর্ঘদিনের দাবি আজও উপেক্ষিত। এই কঠিন অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার মিড-ডে মিলের প্রকল্পের বরাদ কমিয়েছে। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়লেও বরাদ কমছে। ফলে কর্মীদের উপর যেমন রান্নার চাপ বাড়ছে, খাদ্যের গুণমানও কমছে।

সংগঠনের উদ্যোগে মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বরাদ বাড়িয়ে মিড-ডে মিল প্রকল্পকে উন্নত করা, স্কুলে প্রথম শ্রেণি থেকে পঠন-পাঠন চালু, ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা সহ ১৩ দফা দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল হয় ও রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়, দাবি পূরণ না হলে ২২ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ হবে।

## নিয়োগের দাবিতে হলদিবাড়ি ব্লক যুব সম্মেলন

